বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের প্রেস আপীল বোর্ডের উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

১। বিচারপতি মো. নিজামুল হক নাসিম চেয়ারম্যান, প্রেস আপীল বোর্ড ও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল।

২। জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সদস্য, প্রেস আপীল বোর্ড ও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল।

৩। এস এম মাহফুজুল হক যুগ্মসচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও সদস্য, প্রেস আপীল বোর্ড

মামলা নং ০১/২০২২

জনাব মাহবুব আলম আব্বাসী

আপীলকারী

বনাম

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা।

জনাব মাহবুব আলম আব্বাসী

আপীলকারীর পক্ষে

বনাম

জনাব মো. সাইদুল ইসলাম সেলিম, অ্যাডভোকেট, অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলী।

রেসপনডেন্টের পক্ষে

রায়ের তারিখঃ ১৯/০৬/২০২২

রা য়

আপীলকারী কর্তৃক দাখিলকৃত ০১/২০২২ আপীলে আপীলকারীর বক্তব্য হলো অত্র আপীলটি তিনি রেসপনডেন্ট কর্তৃক স্মারক নং ০৫.৪১.২৬০০.০২৫.০৫২.০৩৫(১০১-২১-২১৯)২০ তারিখঃ ১১ই কার্তিক ১৪২৭, ২৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখের অফিস আদেশের ০৫ (পাঁচ) নং ক্রমিক মোতাবেক ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনের ৯(১) এর ৩ (ক) ধারা প্রয়োগ করে তাহার সম্পাদিত ও প্রকাশিত বাংলা "দৈনিক গণতদন্ত" পত্রিকাটির ঘোষণাপত্র (ফরম) বাতিল করার বিরুদ্ধে আবেদন দাখিল করেন। ইতিপূর্বে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, প্রকাশনা শাখা, ঢাকা এর দপ্তর থেকে ২ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ ১৬ জুন ২০২১ইং তারিখে ০৫.৪১.২৬০০.০২৫.৫৩.০৩৫.২১-৬১ স্মারকে তাহাকে একটি কারণদর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়েছিল। উক্ত নোটিশ গ্রহণের পর ২৮ জুন ২০২১ তারিখে লিখিতভাবে উক্ত কারণদর্শানো নোটিশের জবাব জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর কার্যালয়, প্রকাশনা শাখা ঢাকা এর বরাবরে জমা দেওয়া হয়েছে। তিনি উক্ত পত্রিকা ঘোষনাপত্র স্বাক্ষরের পর থেকে বিধি মোতাবেক প্রকাশনা ও সম্পাদনা অব্যাহত রেখেছেন। তাই ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনের ৯(১) এর ৩ (ক) ধারা এবং ২৬ ধারা প্রয়োগ করা তার এবং পত্রিকাটি উপর অবিচারের শামিল বলে তিনি বিশ্বাস করেন। বিগত ২৭ জুন ২০২১ তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর প্রকাশনা শাখায় জবাব দেওয়ার পর থেকে বিগত ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত পত্রিকা প্রকাশ করে জমা দিয়েছেন তারপরও উক্ত পত্রিকার ঘোষণাপত্র বাতিল আদেশ প্রদান করে তার এবং পত্রিকাটির প্রতি অবিচার করা হয়েছে বিধায় তিনি তাহার পত্রিকাটির ডিক্লারেশন আদেশ প্রত্যাহারের ব্যাপারে প্রেস আপীল বোর্ডের সহৃদয় দৃষ্টি, সহানুভূতি ও সুবিবেচনা কামনা করেন।

কারণদর্শানো নোটিশের জবাবে তিনি জানিয়েছিলেন যে, তিনি কোনো কালেই একাধারে ০৩ (তিন) মাস পত্রিকা ছাপানো বন্ধ রাখেননি। সেই জবাবে তিনি পত্রিকা জমা দেওয়ার ব্যাপারে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে কিছু এলোমেলো হয়েছে এই দায় স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু তা আমলে না নিয়ে এবং সুবিবেচনা না করে পত্রিকাটির ঘোষণাপত্র বাতিল করা হয়। এই আদেশের কপিও তাহাকে প্রদান করা হয়নি। তিনি আরো বলেন যে, গত ২৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঢাকা বরাবরে উক্ত পত্রিকার ঘোষণাপত্র বাতিল আদেশ প্রত্যাহার করতঃ উহা (ফরম-বি) পূণর্বহালের আবেদন করা হয়েছিল। উহার পর তিন সপ্তাহ গত হলেও তাহার আবেদনের বিষয়ে বিবেচনা না করে আবেদনপত্রটি নথিবদ্ধ করে রাখা হয়। এই কারণে পত্রিকাটির ঘোষণাপত্র পুণর্বহালের তিনি সুযোগ পাবেন কিনা তা নিয়ে তিনি সন্দিহান ও হতাশ । তাই সুবিচারের বড় প্রত্যাশায় অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে তিনি এ আপীলটি

CamScanner

দাখিল করেন। কারণদর্শানো নোটিশের জবাবে তিনি এও জানিয়েছিলেন যে পত্রিকাটি মাসে ৫-১ টি করে সংখ্যা প্রকাশ করে আসছিলো এবং কখনোই একনাগাড়ে ০৩ (তিন) মাস বন্ধ ছিলনা কিন্তু তার জবাবের সত্যতা যাচাই না করে পত্রিকার ঘোষণাপত্র বাতিল করা হয়। এক্ষেত্রে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স আইনের ব্যত্যয় হয়েছে। অথচ অনেক পত্রিকাকে কারণদর্শানো নোটিশে ০৩ (তিন) মাসের প্রকাশিত কপি হাজির করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু "দৈনিক গণতদন্ত" কে দেওয়া হয়নি। ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনের ৯(১) এর ৩ (ক) মোতাবেক দৈনিক পত্রিকা একাধারে ০৩ (তিন) মাস প্রকাশিত না হলে ঘোষণাপত্র বাতিল করা যায়। কিন্তু ২০২১ সালের জুন মাস থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ১৪ (চৌদ্দ)টি সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। এই পত্রিকাসমূহের একটি করে কপি সংযুক্ত করা হয়েছে। কারণদর্শানো নোটিশে ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনের ৯ এর উপধারা ৩ (ক) ধারার প্রয়োগ দেখানো হয়েছে কিন্তু ২৬ ধারার কথা কারণদর্শানো নোটিশে উল্লেখ ছিলনা। সবশেষে তিনি "দৈনিক গণতদন্ত" পত্রিকাটির বাতিল আদেশটি বাতিল করে পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত রাখার সুযোগ দানের আবেদন করেন।

অপরদিকে রেসপনডেন্টপক্ষ তার জবাবে বলেন যে, "দৈনিক গণতদন্ত" পত্রিকাটি ০৩/০২/১৯৯৪ তারিখে প্রকাশের অনুমতি লাভ করে। তারপরও পত্রিকাটি জেলাপ্রশাসকের বরাবরে পত্রিকার কপি জমা দিতে বাধ্য হলেও এই পত্রিকাটির কোনো সংখ্যা উক্ত অফিসে জমা দেওয়া হয় নাই। যদিও এটা বাধ্যতামুলক তাই দরখাস্তকারী উক্ত ধারা লংঘন করেছেন। এমনকি কোনো পত্রিকা ০৩ (তিন) মাস প্রকাশিত না হলে পত্রিকাটি বাতিল বলে গণ্য হওয়ার কথা। কিন্তু দরখাস্তকারী উক্ত আইন লংঘন করিয়া দিনের পর দিন পত্রিকা প্রকাশ থেকে বিরত থাকেন। পত্রিকাটি আইনত প্রকাশ না করার কারণে বিগত ১৬/০৬/২০২১ তারিখে পত্রিকাটির ঘোষণাপত্র কেন বাতিল করা হবেনা সে মর্মে ০৭ (সাত) দিনের কারণদর্শানো নোটিশ জারি করা হয় একই সঙ্গে আরও ১২১ টি পত্রিকাকে একই নোটিশ জারি করা ২৭/১০/২০২১ তারিখে পত্রিকাটির ঘোষণাপত্র বাতিল করা হয়। দরখাস্তকারি ঘোষণাপত্রে ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনের সকল নিয়মনীতি পালনের অঙ্গীকার করিয়া পরবর্তীতে তাহা লঙ্ঘন করেন। তাই পত্রিকাটির ঘোষণাপত্র বাতিল করা হয়।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা এর ২৭/১০/২০২১ তারিখের এক আদেশবলে যাহার স্মারক নং ০৫.৪১.২৬০০.০২৫.০৫২.০৩৫(অংশ-১) এর ৩ নং ক্রমিকে অত্র পত্রিকাটির চুক্তিতে এর শর্ত না মানার কারণে ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনের ২৬ ধারা মোতাবেক ঘোষণাপত্র (ফরম-বি) বাতিল করা হয়। একই আদেশে মোট ২০ (বিশ) টি পত্রিকার ঘোষণাপত্র বাতিল করা হয়। দরখাস্তকারী উক্ত বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে ২৮/১১/২০২১ তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রের কাছে দেওয়া এক আবেদনে উক্ত বাতিল আদেশ প্রত্যাহারকরতঃ ঘোষনাপত্রটি পুনর্বহাল করত নিয়মিত প্রকাশনার সুযোগদানের জন্য আবেদন করা হয়। কিন্তু তার কোনো জবাব পাওয়া যায় নাই। অবশেষে দরখাস্তকারী বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের প্রেস আপীল বোর্ডে উক্ত ২৭/১০/২০২১ তারিখে প্রকাশিত "দৈনিক গণতদন্ত" পত্রিকাটির ঘোষণাপত্র বাতিলের আদেশে সংক্ষুব্ধ হইয়া অত্র অপিলটি দায়ের করেন যাহার নাম্বার ০১/২০২২।

আপীলকারী নিজে তার বক্তব্য রাখেন, এবং বিবাদীর পক্ষে জনাব মো. সাইদুল ইসলাম সেলিম, অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলী তার বক্তব্য রাখেন। আপীলকারীর পক্ষে নিবেদন করা হয় যে, "দৈনিক গণতদন্ত" পত্রিকাটি তার জন্মলগ্ন থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতো এবং জনগণের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য পত্রিকা হিসেবে বিবেচিত হয়। যে আইনবলে অত্র পত্রিকাটির ঘোষণাপত্র বাতিল করা হয় তাহা আইনত রক্ষণীয় নহে। ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনের ৯(১) এর উপধারা ৩(ক) ধারায় উল্লেখিত শর্তসমূহ অনুযায়ী অত্র পত্রিকা কখনো ০৩ (তিন) মাস বন্ধ ছিলনা এবং উক্ত আইনের ২৬ ধারা মোতাবেক পত্রিকাটির ঘোষণাপত্র বাতিল করা বেআইনি হয়েছে কারণ পত্রিকাটির প্রকাশক ও সম্পাদকের সঙ্গে সরকারের চুক্তিপত্রের কোনো শর্ত ভঙ্গ করা হয়নি। কাজেই মাননীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর আদেশটি আইনের চক্ষে রক্ষণীয় নয়। তদুপরি একই আদেশে ২০টি পত্রিকার ঘোষণাপত্র বাতিল করা হয়। যাহাতে পরিষ্কার যে অত্র পত্রিকাটির ঘোষণাপত্র বাতিল করার সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা স্বাধীনভাবে মনোসংযোগ করেননি। কাজেই এই আদেশটি আইনত বাতিলযোগ্য। অপরদিকে বিবাদীপক্ষের আইনজীবী বলেন যে, প্রকাশনা শাখার বিগত ০৩ বছরের পত্রিকা জমা ও এন্ট্রি রেজিস্ট্রার পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাংলা "দৈনিক গণতদন্ত" পত্রিকার প্রকাশিত সংখ্যা জমা দেওয়া হয়না। কিন্তু ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনের ২৬ ধারা মোতাবেক পত্রিকার কপি নিয়মিত জেলা প্রশাসক বরাবর জমা

CS CamScanner

দেওয়া বাধ্যতামুলক। আপীলকারী উক্ত ধারা লঙ্ঘন করেছেন। উক্ত ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনের ৯(১) এর উপধারা ৩(ক) ধারা মোতাবেক কোনো পত্রিকা ০৩ (তিন) মাস প্রকাশিত না হলে পত্রিকাটির ঘোষণাপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। আপীলকারী উক্ত আইন লঙ্ঘন করিয়া দিনের পর দিন পত্রিকা প্রকাশ না করা থেকে বিরত থাকেন। পত্রিকাটির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার আগে তাকে সাত দিনের কারণদর্শানো নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। কাজেই বিবাদীকর্তৃক গ্রহীত ব্যবস্থা আইনসঙ্গত এবং বাতিলযোগ্য নহে।

উভয়পক্ষকে শুনা হয় এবং মামলাটির ঘটনাপ্রবাহ এবং আইন পর্যালোচনা করা হয়। ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনের ৯(১) এর উপধারা ৩(ক) হইল:

> "৯। সংবাদ প্রকাশ না করিবার ফলাফল-(১) ধারা ৭ এর অধীন ঘোষণা প্রদান করা হইয়াছে এইরূপ কোন সংবাদপত্র যদি না প্রমাণীকরণের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে অথবা ধারা ১২ এর অধীন অনুরূপ ঘোষণা প্রমাণীকৃত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে উক্ত ঘোষণা বাতিল হইয়া যাইবে।
>
> (২) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ঘোষণা বাতিল হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত সংবাদপত্র মুদ্রণ অথবা প্রকাশ করিবার পূর্বে মুদ্রাকর এবং প্রকাশককে ধারা ৭ এর অধীন নূতন করিয়া স্বাক্ষর ও ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে, এবং এইরূপ নূতন ঘোষণাপত্র এবং পরবর্তী কোন নূতন ঘোষণার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী, প্রযোজ্য হইবে।
>
> (৩) যেক্ষেত্রে কোন সাংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছিল, সেইক্ষেত্রে উহা প্রকাশিত না হইলে,-
>
> (ক) দৈনিক সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে, তিন মাস; এবং
>
> (খ) অন্য যেকোন সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে ছয় মাস যাবৎ প্রকাশিত না হইলে, উক্ত সংবাদপত্রের বিষয়ে প্রদত্ত ঘোষণা বাতিল হইয়া যাইবে, এবং উক্ত সংবাদপত্র পরবর্তীতে মুদ্রণ বা প্রকাশ করিবার পূর্বে মুদ্রাকরকে এবং প্রকাশককে ধারা ৭ এর অধীন নূতন করিয়া স্বাক্ষর এবং ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে এবং এইরূপ প্রতিটি ঘোষনার ক্ষেত্রে, এই উপ-ধারার বিধানাবলী ক্ষুণ্ন না করিয়া, পূর্ববর্তী দুইটি উপ-ধারার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।"

তাই দেখা যাচ্ছে কোনো দৈনিক পত্রিকা৩ মাস প্রকাশিত না হইলে ইহার বিষয়ে প্রকাশনা বন্ধ হইয়া যাইবে। উহার ২৬ ধারায় বলা হয়েছে

> "২৬। সরকারের নিকট সংবাদপত্রের কপি বিনামূল্যে সরবরাহ। প্রত্যেক সংবাদপত্রের মুদ্রাকরকে সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত স্থানে এবং কর্মকর্তার নিকট সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিনামূল্যে উহার চার কপি সরবরাহ করিতে হইবে।"

২৬ ধারায় আপীলকারী কোনো ব্যার্থতা আছে কিনা এ প্রসঙ্গে আপীলকারী বলেন যে, তারা নিয়মিত প্রকাশিত কপি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে জমা দিতে যেতেন সেখানে উহা রাখার জন্য একজন অফিস সহায়ক থাকতেন। তার কাছে পত্রিকার কপি দিয়ে আসতেন কিন্তু তিনি কোনো রশিদ দিতেন না। ফলে তারা কপিগুলি নিয়মিত জমা দিয়েছেন উহা প্রমাণ করার মাতো কিছু তার কাছে নেই। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, দৈনিক হাজারও কাগজ এখানে জমা দেওয়া হয় ফলে তার রেকর্ড রাখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই ২৬ ধারা প্রয়োগ করে কোনো পত্রিকার ঘোষণাপত্র বাতিল করা উচিত নয় এর জবাবে রেসপনডেন্ট পক্ষের আইনজীবী বাস্তব অবস্থা অর্থাৎ অফিস সহায়ক কর্তৃক পত্রিকার কপি গ্রহণ করা হয় এবং রশিদ না দেওয়ার ঘটনাকে অস্বীকার করতে পারেননি। তাই এ ব্যাপারে আপীলকারীর

বক্তব্য বাতিল করা যায় না। ১৯৭৩ সনের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইনের ৯(১) এর উপধারা ৩(ক) ধারা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই আইনে কোনো পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হলে পত্রিকাটি একনাগাড়ে ৩ মাস প্রকাশ হয়নি ইহা প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু এখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই ধারা প্রয়োগ করতে গিয়ে কোনা কাগজপত্র দেখেননি। তার পত্রিকাটি একনাগাড়ে ৩ মাস ছাপানো হয়েছে কি হয়নি, এ প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের আপিল বোর্ডের কাছে কিছু পত্রিকার কপি জমা দেন যাহাতে তারিখ ছিল ০৯ জুন ২০২১, ১৪ জুন ২০২১, ২০ জুন ২০২১, ৩০ জুন ২০২১, ১৬ জুলাই ২০২১, ০৯ আগস্ট ২০২১, ১৫ আগস্ট ২০২১, ১৬ আগস্ট ২০২১, ২৫ আগস্ট ২০২১, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১, ০৩ অক্টোবর ২০২১, ২৩ অক্টোবর ২০২১ । দেখা যাচ্ছে এই আদেশটি জারি করা হয়েছে ২৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখে এবং তার আগের ১৩ (তেরো) টি তারিখের পত্রিকা জমা দেওয়া হয়েছে। যাহাতে পরিষ্কার দেখা যায় যে, এই আদেশ জারির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাই বা একনাগাড়ে ০৩ (তিন) মাস পত্রিকাটি অপ্রকাশিত ছিল তাহা প্রমাণ হয় না। কাজেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আদেশটি যাহাতে "দৈনিক গণতদন্ত" পত্রিকার ঘোষণাপত্র বাতিল করা হয়েছে তার ০২ (দুই)টি কারনই আইন সম্মত নহে ফলশ্রুতিতে এই আদেশটি বাতিল যেগ্য।

একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে গেলে অবশ্যই পত্রিকা কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট কর্মদক্ষতা এবং প্রকাশের ক্ষমতা ও টাকা পয়সা দরকার কাজে কাজেই কর্তৃপক্ষ যখন সেইসব পত্রিকার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাহা ভেবেচিন্তে করা উচিত। প্রতিটি পত্রিকার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার সময় তাদের মনোসংযোগ ও দেওয়া দরকার। যেনো আদেশটি আইনসম্মত হয় এবং সেই পত্রিকার বিরুদ্ধে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়। এখানে দেখা যাচ্ছে অত্র আদেশটি দেওয়ার সময় এর কোনো কিছু মানা হয়নি। কাজেই আদেশটি রক্ষণীয় নয়। ফলশ্রুতিতে আপীলটি অনুমোদন করা (allowed) হলো এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্মারক নং ০৫.৪১.২৬০০.০২৫.০৫২.০৩৫(১০১-২১-২১৯)২০ তারিখঃ ১১ই কার্তিক ১৪২৭, ২৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখে প্রকাশিত আদেশটি যাহাতে ০৩ (তিন) নং ক্রমিকে জনাব মাহবুব আলম আব্বাসী সম্পাদিত ও প্রকাশিত বাংলা "দৈনিক গণতদন্ত" পত্রিকার ঘোষণাপত্র বাতিল করা হয়েছে তাহা বাতিল করা হলো।

অবিলম্বে এই আদেশের ০১ (এক) কপি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা বরাবর এবং অন্য ০১ (এক) কপি আপীলকারী পক্ষকে প্রেরণ করা হোক।

বিচারপতি মো. নিজামুল হক নাসিম
চেয়ারম্যান
প্রেস আপীল বোর্ড ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী
সদস্য
প্রেস আপীল বোর্ড ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

এস এম মাহফুজুল হক যুগ্মসচিব,
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
ও সদস্য, প্রেস আপীল বোর্ড

CamScanner